

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২০২৩



People first: stop stigma and discrimination, strengthen prevention

মানুষই মুখ্য।
মাদককে না বলুন,
শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।



মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়



সুভেনির সম্পাদনো পর্ষদ ২০২৩

উপদেষ্টা

মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

আহ্বায়ক

মোঃ আজিজুল ইসলাম

অতিরিক্ত মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সম্পাদক

মোঃ মাসুদ হোসেন, পিএএ

পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সদস্য

ড. দুলাল কৃষ্ণ সাহা
প্রধান রাসায়নিক পরীক্ষক
কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার, ঢাকা

কাজী আল আমিন
অতিরিক্ত পরিচালক (গোয়েন্দা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মোঃ মানজুরুল ইসলাম
উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

শেখ মুহাম্মদ খালেদুল করিম
সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মোঃ মজিবুর রহমান পাটওয়ারী

অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা

মোঃ রবিউল ইসলাম

উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, ঢাকা

মোঃ বজলুর রহমান

উপপরিচালক (অপারেশনস)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির

পরিদর্শক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা

সদস্য সচিব

মোঃ আব্দুল আলিম

সহকারী পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

প্রকাশনায় : মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
৪১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
E-mail: dgdncbd@gmail.com
www.dnc.gov.bd

প্রকাশকাল : জুন, ২০২৩

প্রচ্ছদ ও পরিকল্পনা : মোঃ মানজুরুল ইসলাম
উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

গ্রাফিক্স এবং প্রিন্টিং : পানগুছি কালার গ্রাফিক্স
১২৯, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
☎ ০১৭১৬৮৩৯৩৯৬ 📧 panguchicg1983@gmail.com

সুভেনির সম্পাদনা পর্ষদ ২০২৩



মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা



মোঃ আজিজুল ইসলাম



মোঃ মাসুদ হোসেন, পিএইচ



ড. দুলাল কুমার সাহা



মোঃ মজিবুর রহমান পাটওয়ারী



কাজী আল আমিন



মোঃ রবিউল ইসলাম



মোঃ মানজুরুল ইসলাম



মোঃ বজলুর রহমান



শেখ মুহাম্মদ খালেদুল করিম



মোঃ আব্দুল আলিম



মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির

সু | চি | প | ত্র

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও মাদক বিরোধী কার্যক্রম

১৫-৩৪

মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সক্ষমতার ক্রমবিকাশ

৩৫-৩৮

মোঃ আজিজুল ইসলাম
অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদক চিনবো কি করে ?

৩৯-৪৮

মোহাম্মদ আবু তালেব
প্রাক্তন পরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

নারীদের মাদকাসক্তি : প্রতিরোধে করণীয়

৪৯-৫১

বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ড. অরুণপরতন চৌধুরী
একুশে পদক প্রাপ্ত শব্দ সৈনিক
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, মানস- মাদকদ্রব্য ও নেশা নিরোধ সংস্থা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে চাহিদা হ্রাস কার্যক্রম

৫২-৫৭

মোঃ মাসুদ হোসেন, পিএএ
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকমুক্ত জীবনের জন্য মেডিটেশন

৫৮-৬০

অধ্যাপক ডা. মহাদেব চন্দ্র মন্ডল
পরিচালক (অব.), জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট

Codeine-Based Syrup: A Deadly Fashion For The New Generation.

৬১-৬৩

Dr. Dulal Krishna Saha
Chief Chemical Examiner
Dept. of Narcotics Control, Bangladesh

'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও মাদক: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ'

৬৪-৬৮

এ কে এম শওকত ইসলাম
অতিরিক্ত পরিচালক, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ

Mosque: An epicenter of igniting the human values against drug abuse.

৬৯-৭০

Md Ahsanur Rahman
Additional Director, Department of Narcotics Control,
Khulna Division, Khulna

প্রিকারসর কেমিক্যালস ও বাংলাদেশ

৭১-৮২

মো: মানজুরুল ইসলাম
উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

সমাজ উন্নয়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য

৮৩-৮৫

আফতাব চৌধুরী
সাংবাদিক ও কলামিস্ট; সদস্য-সিলেট জেলা
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচারণা কমিটি

মাদকাসক্তি চিকিৎসায় মেডিটেশনের প্রাসঙ্গিকতা

৮৬-৮৮

পিয়ারা বেগম
কথা সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনঃ আমাদের ভাবনা

৮৯-৯৩

ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গমেজ সিএসসি
পরিচালক: "বারাকা" (বাংলাদেশ মাদকাসক্ত চিকিৎসা
সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র), কমলাপুর, সাভার, ঢাকা

Importance of People-Centered and Evidence Based Interventions in Tackling the World Drug Problem

৯৪-৯৪

Shah Mohammad Naheean
Officer-in-Charge, UNODC Programme Office in Bangladesh

মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

৯৫-৯৬

শেখ মুহাম্মদ খালেদুল করিম
সহকারী পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

Anti drug drives in hill areas

৯৭-৯৮

Md. Abdul Halim Raj
Assistant Director
Department of Narcotics Control

ম্যাজিক মার্শরুম

৯৯-১০২

মোহাম্মদ ওবায়দুল কবির
পরিদর্শক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, কুমিল্লা

গ্যালারি

১০৩-১১৮

প্রিকারসর কেমিক্যালস ও বাংলাদেশ



মোঃ মানজুরুল ইসলাম
উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

যে সকল রাসায়নিক পদার্থ অবৈধভাবে Narcotic Drugs and Psychotropic Substances উৎপাদনে Misuse/Abuse হয় তাদেরকে প্রিকারসর কেমিক্যালস বলা হয়। Precursor Chemicals এর চূড়ান্ত অণুর কিছু রাসায়নিক গঠন আছে। রাসায়নিক কাঠামো কিছু নমনীয়তা প্রদান করে। এগুলো সস্তা এবং সহজলভ্য। মাদকদ্রব্য ও সাইকোট্রপিক পদার্থের গোপন উৎপাদন (Clandestine Lab) নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ'ল প্রিকারসর কেমিক্যালস নিয়ন্ত্রণ। বেশিরভাগ নেশাজাতীয় ওষুধ এবং সাইকোট্রপিক পদার্থের উৎপাদনের জন্য অবশ্যম্ভাবীভাবে প্রিকারসর কেমিক্যালসের প্রয়োজন হয়।

উৎসর উপর ভিত্তি করে, মাদকদ্রব্য প্রাকৃতিক, সেমি-সিঙ্গেটিক বা সিঙ্গেটিক। প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত মাদকদ্রব্য তৈরিতে কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয় না, কারণ সেগুলো সরাসরি প্রকৃতি থেকে আসে। সেমি-সিঙ্গেটিক মাদকদ্রব্য, যদিও প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত, তাদের সক্রিয় উপাদানগুলোকে আলাদা করতে, বা তাদের সংশোধন করতে, বা অন্যান্য যৌগের সাথে তাদের একত্রিত করতে কিছু রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। সিনথেটিক মাদকদ্রব্য পরীক্ষাগারে ১০০% উৎপাদিত হয় শুধুমাত্র বিভিন্ন প্রিকারসর এবং রাসায়নিকের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। বিশ্ব মাদক পরিস্থিতির বর্তমান প্রবণতা নির্দেশ করে যে, প্রাকৃতিক মাদকদ্রব্য অপ্রচলিত এবং সেমি-সিঙ্গেটিক ও সিঙ্গেটিক মাদক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। অনেক প্রিকারসর এবং রাসায়নিক সরাসরি মাদক হিসাবে অপব্যবহার করা হচ্ছে। তাই আধুনিক মাদকদ্রব্য মানে বিভিন্ন প্রিকারসর এবং রাসায়নিকের গোপন প্রতিক্রিয়ার ফলাফল।

প্রিকারসর কেমিক্যালস প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরে মাদকের প্রধান বা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে বা কখনও কখনও মাদক তৈরির প্রক্রিয়াগুলোতে রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য দ্রাবক, বিকারক বা অনুঘটক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যদিও চূড়ান্ত পণ্যগুলো প্রিকারসর কেমিক্যালস এর বৈশিষ্ট্য থেকে ভিন্ন, অনেক ক্ষেত্রে, তারা রাসায়নিক বা প্রিকারসর কেমিক্যালসের কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। প্রিকারসর কেমিক্যালস নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হল যে, তাদের বৈধ এবং অবৈধ উভয় উদ্দেশ্যে দ্বৈত ব্যবহার রয়েছে।

বৈধ প্রেক্ষাপটে, প্রিকারসর কেমিক্যালসগুলো আধুনিক সভ্যতা বিনির্মাণে নিম্নরূপ ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়:

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি;
- গবেষণা, অধ্যয়ন এবং বিশ্লেষণ;
- প্রায় সব ধরনের বৈধ শিল্প ব্যবহার
- গৃহস্থালীর চাহিদা, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় পণ্য, আরাম ও বিলাসিতা এবং
- জনস্বাস্থ্য এবং ওষুধ।

অবৈধ প্রেক্ষাপটে, প্রিকারসর কেমিক্যালসগুলো

- মাদক তৈরির জন্য অপব্যবহার করা হয় ও পরিবেশ দূষণ ঘটায়;
- মানবজাতির মঙ্গলের বিরুদ্ধেও ব্যবহার করা হয়;
- অস্ত্র এবং বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়;

“মানুষই মুখ্য। মাদককে না বলুন, শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।”

- বিষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়;
- হত্যা এবং আহত করতে ব্যবহৃত হয়; মানবজাতির মঙ্গলের জন্য প্রিকারসর কেমিক্যালসের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় তবে-
- মানব সভ্যতা ছিন্ন থাকবে এবং কোন গবেষণা, শিল্প, ওষুধ প্রয়োজনীয় জিনিস থাকবে না।
- আধুনিক মানব সভ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিকারসর কেমিক্যালসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা থাকায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন পণ্য থাকবে না।

তাই প্রিকারসর কেমিক্যাল গুলোকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার, যাতে বৈধ উদ্দেশ্যে তাদের নিয়মিত এবং প্রয়োজনীয় সরবরাহ বিঘ্নিত না হয় এবং একই সাথে এটি অপব্যবহার বা অবৈধ চ্যানেলে ডাইভারশনের সুযোগ না রাখে।

প্রিকারসর কেমিক্যালস এর পটভূমি

Narcotic Drugs, Psychotropic Substances এবং Precursor Chemicals জাতিসংঘের নিম্নরূপ Convention এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়:

- UN convention 1961 (Single convention on Narcotic drugs) এর মাধ্যমে Opium Popy, Coca leaves, cannabis এর চাষাবাদ এবং Raw opium, cocaine, opiates and opioids etc এর Production, manufacture নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- UN convention 1971 (convention on Psychotropic substances) Provides for control over psychotropic substances which affect the central Nervous system resulting in mood disturbances like hallucination, elevation and depressions.
- UN convention 1988 এর মাধ্যমে Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে।
- Article-12 of UN convention 1988 mentions Precursor for the first time and requires all the signatory nations to control domestic and international trade of the precursors.

১৯৮৮ সালের কনভেনশন অনুযায়ী সারণী-১ ও সারণী-২ এ শুধুমাত্র ১২টি পদার্থ ছিল। Chemical Action Task Force (CAFT) দ্বারা সুপারিশকৃত আরও ১০টি পদার্থ অন্তর্ভুক্ত করে সারণীটি প্রসারিত করা হয়েছিল। প্রতিটি টেবিলে ১১টি করে ২২টি পদার্থ ছিল। তারপরে INCB-এর সুপারিশের ভিত্তিতে, Norephedrine প্রিকারসর যাহা ATS ম্যানুফ্যাকচারিং হিসেবে সারণী-১ তে যোগ করা হয়েছিল এবং অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড এবং পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটকে সারণী-২ থেকে সারণী-১ এ স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। মার্চ, ২০১৪ সালে, "আলফা-ফেনিলাসেটো এসিটোনিট্রিল (APAAN)" এবং এর অপটিক্যাল আইসোমারস নামে আরেকটি প্রিকারসর কেমিক্যালস সারণী-১ তে যুক্ত করা হয়েছে। সারণী-১ এবং সারণী-২ তে বর্তমানে মোট ৩৩টি প্রিকারসর কেমিক্যালস রয়েছে। মাদকের গোপনীয় উৎপাদনের জন্য নতুন রাসায়নিকের প্রতিনিয়ত আবির্ভূত হওয়ায় এই টেবিলগুলির সম্প্রসারণ একটি চলমান প্রক্রিয়া।

সারণী-১		সারণী-২
এন-এসিটাইলানথ্রানিলিক এসিড	১-ফিনাইল-২-প্রোপানন	এসিটোন
এসিটিক অ্যানহাইড্রাইড	পিপারোনাল	এনথ্রানিলিক এসিড
ইফিড্রিন	পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট	ইথাইল ইথার
ইরগোমেট্রিন	সিউডোইফিড্রিন	হাইড্রোক্লোরিক এসিড
ইরগোটামাইন	স্যাফরল	মিথাইল ইথাইল কিটোন
আইসোস্যাফরোল	আলফা-ফিনাইল এসিটোএসিটোনাইট্রাইল (APPAN)	পিপারিডিন
লাইসারজিক এসিড	আলফা-ফিনাইল এসিটোএসিটোমাইড (APAA)	সালফিউরিক এসিড
৩,৪ মিথাইলিনডাইঅক্সিফেনল-২-প্রোপানন	মিথাইল আলফা-ফিনাইলএসিটোএসিটেট (MAPA)	টলুইন
নরইফিড্রিন	ফিনাইলাসিটিক-এসিড	
নরফেন্টানাইল	৩,৪ মিথাইল এনে ডাই-অক্সিফিনাইল-২ প্রোপানোন	
এন-ফেনইথাইল-৪ পিপিডিন (NPP)	এন-ফিনাইল-৪-পিপারিডিনামাইন (4-AP)	
৪-এনিলিনো-এন-ফেনইথাইল পিপিডিন (ANPP)	টার্ট-বিউটাইল-৪ (ফিনাইল এমিনো) পিপিডিন-১ কার্বোঅক্সিলাইট (1-boc-4-AP)	
	৩,৪-এমডিপি-২ মিথাইল গ্লিসাইডিক এসিড	
মোট= ২৫টি		মোট= ০৮টি

প্রিকারসর কেমিক্যালসমূহের বৈশিষ্ট্য

- Table-1 এ অন্তর্ভুক্ত প্রিকারসর কেমিক্যালসমূহ সরাসরি Narcotic Drugs and Psychotropic Substances উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- Table-1 এ অন্তর্ভুক্ত প্রিকারসর কেমিক্যালসমূহের আমদানী এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের Nodal Agency এর অনুমতি থাকতে হবে।
- Table-2 এ অন্তর্ভুক্ত প্রিকারসর কেমিক্যালসমূহ যখন Table-1 এ অন্তর্ভুক্ত প্রিকারসর কেমিক্যাল এর সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে থাকে তখন Narcotic Drugs and Psychotropic Substances উৎপন্ন হয়ে থাকে অথবা-
- Table-2 এ অন্তর্ভুক্ত প্রিকারসর কেমিক্যালসমূহ Narcotic Drugs and psychotropic substances উৎপাদনে দ্রাবক (Solvent) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে অথবা-
- Table-2 এ অন্তর্ভুক্ত প্রিকারসর কেমিক্যালসমূহ অবৈধভাবে Table-1 এ অন্তর্ভুক্ত প্রিকারসর কেমিক্যালসমূহ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।
- Table-2 এ অন্তর্ভুক্ত প্রিকারসরসমূহের মধ্যে যে কোন একটি নির্দিষ্ট কেমিক্যালের আমদানী এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে যে কোন রাষ্ট্র জাতিসংঘের কাছে Pre-Export Notification and No- Objection Certificate ইস্যুর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা চাইতে পারে।

বাংলাদেশে প্রিকারসর কেমিক্যালস নিয়ন্ত্রণে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। লাইসেন্সের সংখ্যা নিম্নরূপ:

আমদানী	খুচরা	উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ	ব্যবহার	মোট
৮৯	৩৯	১৯	৪৬	১৯৩

বাংলাদেশ এসিটোন (C_3H_6O), টলুইন (C_7H_8), এসিটিক এনহাইড্রাইড ($C_4H_4O_3$), পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট ($KMnO_4$), এফিড্রিন ($C_{10}H_{15}NO$), মিথাইল ইথাইল কিটোন (C_4H_8O), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) এবং সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) ভারত, চীন, সিংগাপুর, ইতালি ও জার্মানি হতে আমদানী করছে।

প্রিকারসর কেমিক্যালস এর প্রকৃতি ও পরিচিতি

এন-এসিটাইলানথ্রানিলিক এসিড



- রাসায়নিক সংকেত: $C_9H_9NO_3$
- ভৌত অবস্থা: গুড়া, সাদা অথবা ঘিয়ে রংয়ের স্ফটিকের মত পাউডার।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯২৪.২২
- বৈধ ব্যবহার: ঔষধ, প্লাস্টিক, ফাইন কেমিক্যালস তৈরিতে ব্যবহার হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: মেথাকোয়ালন, মেকলাকোয়ালন নামক মাদক উৎপাদন।
- উৎপাদনকারী দেশ: বেলজিয়াম, জার্মানী, যুক্তরাজ্য।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ১ কেজি মেথাকোয়ালন নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।

“মানুষই মুখ্য। মাদককে না বলুন, শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।”

এসিটিক এনহাইড্রাইড

- রাসায়নিক সংকেত: $C_4H_6O_3$
- ভৌত অবস্থা : ভিনেগারের মত গন্ধযুক্ত বর্ণহীন তরল পদার্থ।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯১৫.২৪
- বৈধ ব্যবহার: এসিটাইলেটিং ও ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট হিসেবে, ঔষধ, রং, ডাই, প্লাস্টিক, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: হেরোইন, এ্যামফিটামিন, মেথাকোয়ালন, মেথামফিটামিন, মেকলোকোয়ালন, Phenyl-2-Propanon (P2P) নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: চীন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, রাশিয়া সর্বাধিক উৎপাদনকারী দেশ।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি লিটারে ৪০০ গ্রাম হেরোইন নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: চোখ, কান বা নাকে বাষ্প লাগলে জ্বালাতন করে। ইহা উচ্চমাত্রার ক্ষয়কারক।



বাংলাদেশ কর্তৃক বিগত ৫ বছরে আমদানীকৃত এসিটিক এনহাইড্রাইড এর হিসাব নিম্নরূপঃ

বার্ষিক কোটা (মে:টন)	আমদানীর পরিমাণ (মে:টন)				
২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
৪৪২৮.৭৫	৮৪২.৯১৭	২১২৪	৩১৯৪.৯৯৬	২৭৯১.০৩৫	২৫৩৫.৭৫

ইফিড্রিন

- রাসায়নিক সংকেত: $C_{10}H_{15}NO$
- ভৌত অবস্থা: বর্ণহীন মোমের মত স্ফটিক অথবা সাবানের মত পিচ্ছিল কনিকা, সাদা ক্রিস্টালাইন পাউডার।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯৩৯.৪১
- বৈধ ব্যবহার: Bronchodilators and Nasal decongestants তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: এ্যামফিটামিন নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: চীন, চেক রিপাবলিক, জার্মানি, ভারত, জাপান, CIS
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ৭০০ গ্রাম এ্যামফিটামিন নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।



বাংলাদেশ কর্তৃক বিগত ৫ বছরে আমদানীকৃত ইফিড্রিন এর হিসাব নিম্নরূপঃ

বার্ষিক কোটা (কেজি)	আমদানীর পরিমাণ (কেজি)				
২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
১০০	-	৯৯	৭০	--	--

ইরগোমেট্রিন

রাসায়নিক সংকেত: $C_{19}H_{23}N_3O_2$

ভৌত অবস্থা : সাদা স্ফটিকের মত পাউডার।

হারমোনাইজড কোড: ২৯৩৯.৬১

বৈধ ব্যবহার: অক্সিটোসিনের মতো ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত চিকিৎসায় এবং মাইগ্রেনের ট্রিটমেন্টে ব্যবহৃত হয়।



অবৈধ ব্যবহার: Lysergic Acid diethylamid (LSD) নামক মাদক উৎপাদনে।

উৎপাদনকারী দেশ: সুইজারল্যান্ড, চেক-রিপাবলিক, স্লোভেনিয়া।

মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ৩০০ গ্রাম LSD নামক মাদক উৎপন্ন হয়।

ঝুঁকি: খাওয়ার ফলে বমি, ডায়রিয়া, তীব্র পিপাসা এমনকি অজ্ঞান হতে পারে।

• আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।

ইরগোটামাইন

- রাসায়নিক সংকেত: $C_{33}H_{35}N_5O_5$
- ভৌত অবস্থা: জলগ্রাহী স্ফটিক।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯৩৯.৬২
- বৈধ ব্যবহার: ধাত্রীবিদ্যাসহ তীব্র মাইগ্রেনের ট্রিটমেন্টে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: Lysergic Acid diethylamid (LSD) নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: সুইজারল্যান্ড, চেক-রিপাবলিক, স্লোভেনিয়া।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ২০০ গ্রাম LSD নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: খাওয়ার ফলে বমি, ডায়রিয়া, তীব্র পিপাসা এমনকি অজ্ঞান হতে পারে।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



ইরগোটামাইন

আইসোস্যাফরোল

রাসায়নিক সংকেত: $C_{10}H_{10}O_2$

ভৌত অবস্থা: বর্ণহীন মিষ্টি গন্ধযুক্ত আঠালো তরল পদার্থ।

হারমোনাইজড কোড: ২৯৩২.৯১

বৈধ ব্যবহার: পিপেরোনাল পারফিউম, সুগন্ধী, ফ্লেভার এবং কিটনাশক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

অবৈধ ব্যবহার: Tenamphetamine or MDA, 3,4- Methylendioxy methamphetamine or MDMA এবং N-ethylenamphetamine or MDE নামক মাদক উৎপাদনে।

উৎপাদনকারী দেশ: চীন ও তাইওয়ান।

মাদক উৎপাদন: প্রতি লিটারে ২০০ গ্রাম MDA, MDMA, MDE নামক মাদক উৎপন্ন হয়।

ঝুঁকি: মাঝারি ধরনের বিষাক্ত, ত্বকের সংস্পর্শে যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি হতে পারে।

• আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



আইসোস্যাফরোল

লাইসারজিক এসিড

রাসায়নিক সংকেত: $C_{16}H_{16}N_2O_2$

ভৌত অবস্থা: সাদা স্ফটিকের মতো পাউডার।

হারমোনাইজড কোড: ২৯৩৯.৬৩

বৈধ ব্যবহার: জৈব রসায়নের সংশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়।

অবৈধ ব্যবহার: LSD নামক মাদক উৎপাদনে।

মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ৬০০ গ্রাম LSD নামক মাদক উৎপন্ন হয়।

ঝুঁকি: উচ্চ মাত্রায় বিষাক্ত, খাওয়ার ফলে বমি, ডায়রিয়া, অপ্রশম্য পিপাসা হতে পারে।

• আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



লাইসারজিক এসিড

৩,৪ মিথাইলিন ডাইঅক্সিফেনল-২-প্রোপানন

- রাসায়নিক সংকেত: $C_{10}H_{10}O_3$

“মানুষই মুখ্য। মাদককে না বলুন, শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।”

- ভৌত অবস্থা: মৌরি গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯৩২.৯২
- বৈধ ব্যবহার: পিপেরোনাল ও সুগন্ধী উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: MDA, MDMA, MDE নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: জার্মানি, ভারত।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি লিটারে ৪০০ গ্রাম MDA, MDMA, MDE নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শে তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা অনুভূত হয়।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



মিথাইলিনডাইঅক্সিফেনল-২-প্রোপানন

নরইফিড্রিন

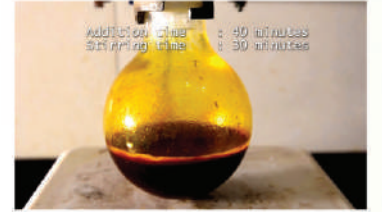
- রাসায়নিক সংকেত: C₉H₁₃NO
- ভৌত অবস্থা: সাদা পাউডার।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯২২.১৯
- বৈধ ব্যবহার: ক্ষুধা কমানো ও Nasal decongestants তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: ATS, MTS নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ভারত।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ৭০০ গ্রাম ATS, MTS নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: চোখ, ত্বক ও শ্বাস নালীতে প্রবেশ করলে জ্বালা যন্ত্রণা অনুভূত হয়।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



নরইফিড্রিন

১-ফিনাইল-২- প্রোপানন

- রাসায়নিক সংকেত: C₉H₁₀
- ভৌত অবস্থা: বর্ণহীন, হলদে, মাঝারী ধরনের আঠালোযুক্ত তরল পদার্থ।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯১৪.৩১
- বৈধ ব্যবহার: রাসায়নিক ও ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: ATS নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ভারত।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ৫০০ গ্রাম ATS নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: চোখ ও ত্বকে লাগলে জ্বালা যন্ত্রণা অনুভূত হয়।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



১-ফিনাইল-২- প্রোপানন

পিপারোনাল

- রাসায়নিক সংকেত: C₈H₆O₃
- ভৌত অবস্থা: বর্ণহীন, সূর্যকমল ফুলের গন্ধযুক্ত চকচকে সুঁইয়ের মত স্ফটিক।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯৩২.৯৩
- বৈধ ব্যবহার: সুগন্ধী, চেরি ও ভ্যানিলা ফ্লেভার এবং মশার Repellent তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: MDA, MDMA, MDE নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: অস্ট্রেলিয়া, চীন, ফ্রান্স, তাইওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ২০০ গ্রাম MDA, MDMA, MDE নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: চোখ ও ত্বকে লাগলে তীব্র জ্বালাযন্ত্রণা অনুভূত হয়। আহাৰ বা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করলে মাথা ব্যাথা, বিমূনিসহ বমি হতে পারে।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



পিপারোনাল

পটােসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট

- রাসায়নিক সংকেত: $KMnO_4$
- ভৌত অবস্থা: কালচে রক্তবর্ণ বা তামাটে ধরণের স্ফটিক, মিষ্টি স্বাদযুক্ত কিন্তু সংকোচক।
- হারমোনাইজড কোড: ২৮৪১.৬১
- বৈধ ব্যবহার: এনালাইটিক্যাল ল্যাবরেটরীতে রি-এজেন্ট হিসেবে, অসংক্রামন, এন্টি-ব্যাকটেরিয়াল এবং এন্টি-ফাঙ্গাল এজেন্ট, পানি বিশুদ্ধকরণ ও ব্লিচিং এজেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: কোকা পেপ্ট হতে কোকেন বেইজ নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: স্পেন, জাপান, জার্মানী, তাইওয়ান, চেক-রিপাবলিক, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ৪ কেজি কোকেন নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: জৈবযোগ বা অক্সিডাইজেশন উপাদানের সংস্পর্শে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। বাংলাদেশ কর্তৃক বিগত ৫ বছরে আমদানীকৃত পটােসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট এর হিসাব নিম্নরূপঃ



পটােসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট

বার্ষিক কোটা (মেটন)	আমদানীর পরিমান (মেটন)				
২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
৩৯৫৭.২৫	১৪০২.২০	৭৯৭.০০	২৭১৫.০০৫	১১৯১.৪৩২	১৫৩২.৮৫

সিউডোইফিড্রিন

- রাসায়নিক সংকেত: $C_{10}H_{15}NO$
- ভৌত অবস্থা: সাদা গন্ধহীন স্ফটিকের মতো পাউডার, পানি ও ইথানে দ্রবনীয়।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯৩৯.৪২
- বৈধ ব্যবহার: Bronchodilators এবং Nasal decongestants তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: ATS, MTS নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ভারত।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ৭০০ গ্রাম ATS, MTS (Methylphenidate Transdermal System in the Treatment of Adult ADHD-Attention Deficit Hyperactivity Disorder) নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।
- আমদানী: পূর্বে আমদানি করা হতো। বর্তমানে আমদানি নিষিদ্ধ।



সিউডোইফিড্রিন

স্যাফরল

- রাসায়নিক সংকেত: $C_{10}H_{10}O_2$
- ভৌত অবস্থা: ছাছাফ্রাস গাছের গন্ধযুক্ত, বর্ণহীন বা হালকা হলদে তরল বা স্ফটিক।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯৩২.৯৪
- বৈধ ব্যবহার: পিপেরোনাল, পারফিউম উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়, সাবান তৈরিতে ডিনেচারিং ফ্যাট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: MDA, MDMA, MDE নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: যুক্তরাষ্ট্র, চীন, তাইওয়ান
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজি/ লিটার ১০০ গ্রাম MDA, MDMA, MDE নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: মাঝারি ধরনের বিষাক্ত, সংস্পর্শে ত্বকে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



স্যাফরল

“মানুষই মুখ্য। মাদককে না বলুন, শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।”

এসিটোন

- রাসায়নিক সংকেত: C_6H_6O
- ভৌত অবস্থা: মিষ্টি গন্ধযুক্ত, বর্ণহীন উদ্বায়ী তরল পদার্থ।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯১৪.১১
- বৈধ ব্যবহার: প্রসাধনী, রং, বার্নিশ, প্লাস্টিক, লুব্রিকেন্টস, কৃষি উপকরণ এবং গুঁষ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: হেরোইন এবং কোকেন জাতীয় মাদক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- উৎপাদনকারী দেশ: আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, অস্ট্রেলিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, ইটালী, জাপান, কোরিয়া, মেক্সিকো, স্পেন, তাইওয়ান, নেদারল্যান্ড, পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য, ভেনিজুয়েলা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি লিটারে ৫০০ গ্রাম কোকেন বা হেরোইন নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: তীব্র দাহ্য, চোখ ও ত্বকে লাগলে প্রচণ্ড জ্বালাতন করে। আহার বা শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে দেহে প্রবেশ করলে মাথা ব্যাথা, বিষমুণী ও বমিবমি ভাব হয়।



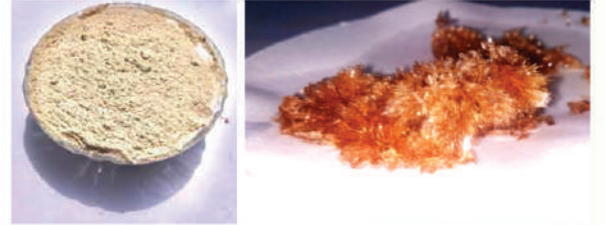
এসিটোন

বাংলাদেশ কর্তৃক বিগত ৫ বছরে আমদানীকৃত এসিটোন এর হিসাব নিম্নরূপঃ

বার্ষিক কোটা (মে:টন)	আমদানীর পরিমাণ (মে:টন)					
	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
	১০৭৫৫.৩২	১৩৫৮.১৪৫	১৪০০.৫৪৩	১০৭২.৬৫১	১৩৬৫.৪১৫	২০৭৯.৬৭

এনথানিলিক এসিড

- রাসায়নিক সংকেত: $C_7H_7NO_2$
- ভৌত অবস্থা: মিষ্টি স্বাদযুক্ত সাদা থেকে হালকা হলুদ বর্ণের পাউডার।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯২২.৪৩
- বৈধ ব্যবহার: পাখি এবং কিটপতঙ্গের রিপিলেন্ট হিসেবে, ডাই, গুঁষ ও পারফিউম উৎপাদনে মধ্যবর্তী কেমিক্যাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: মেথাকোয়ালন নামক মাদক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- উৎপাদনকারী দেশ: ডেনমার্ক, জাপান, জার্মানী, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ১ কেজি মেথাকোয়ালন নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। চোখে লাগলে বা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করলে জ্বালায়ন্ত্রণার সৃষ্টি হয়।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



এনথানিলিক এসিড

ইথাইল ইথার

- রাসায়নিক সংকেত: $C_4H_{10}O$
- ভৌত অবস্থা: মিষ্টি কটুগন্ধযুক্ত, বর্ণহীন তরল ও পোড়া স্বাদযুক্ত।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯০৯.১১
- বৈধ ব্যবহার: পরীক্ষাগারে দ্রাবক হিসেবে, তৈল, চর্বি, মোম, রেজিনের নির্ধারিত তৈরিতে এবং যুদ্ধোপকরণ, পারফিউম ও প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: হেরোইন, কোকেন, এলএসডি, এ্যামফিটামিন, মেসকেলাইন, মেথাডন, মেথাকোয়ালন, ডাই মিথাইল ট্রিপটামাইন নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: ফ্রান্স, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, স্পেন, জাপান, তাইওয়ান।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি লিটারে ৫০০ গ্রাম হেরোইন বা কোকেন হাইড্রোক্লোরাইড নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: খাওয়া বা ইনহেল করলে মাঝারি ধরনের বিষক্রিয়া অনুভূত হবে। চোখ ও ত্বকে সংস্পর্শে তীব্র জ্বালাতন করে।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



ইথাইল ইথার

হাইড্রোক্লোরিক এসিড

- রাসায়নিক সংকেত: HCL
- ভৌত অবস্থা: পরিষ্কার, বর্ণহীন থেকে হালকা হলদে, কটুস্বাদযুক্ত ধূমায়মান তরল পদার্থ।
- হারমোনাইজড কোড: ২৮০৬.১০
- বৈধ ব্যবহার: ক্লোরাইড এবং হাইড্রোক্লোরাইড উৎপাদনে, ক্ষার নিষ্ক্রিয়করণে, জৈবযৌগ সংশ্লেষণে, ক্যাটালিস্ট ও দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: নারকোটিক ড্রাগসের হাইড্রোক্লোরিক সল্ট তৈরিতে (যাহাতে ইহা পানিতে দ্রবণীয় হয়) ব্যবহৃত হয়।
- উৎপাদনকারী দেশ: ফ্রান্স, জার্মানী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, ভারত।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি লিটারে ৩.৩০ কেজি হেরোইন বা কোকেন হাইড্রোক্লোরাইড নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: তীব্র ক্ষয়কারক, বাষ্প লাগলে শ্বাসতন্ত্র, মিউকাস মেমব্রেন ও চোখে তীব্র যন্ত্রণা সৃষ্টি হয়।



হাইড্রোক্লোরিক এসিড

মিথাইল ইথাইল কিটোন

- রাসায়নিক সংকেত: C₄H₈O
- ভৌত অবস্থা: বর্ণহীন, পরিষ্কার, দাহ্য, এসিটোনের মত গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯১৪.১২
- বৈধ ব্যবহার: আবরণ, বার্নিশ, রেজিন, ধোয়াহীন পাউডার ও Degreasing agent উৎপাদনে, দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: কোকেন বেইজ কে কোকেন হাইড্রোক্লোরাইড নামক মাদক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- উৎপাদনকারী দেশ: ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, জাপান, নেদারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি লিটারে ৫০০ গ্রাম কোকেন হাইড্রোক্লোরাইড নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: অতিমাত্রায় দাহ্য। চোখ ও ত্বকে তীব্রজ্বালার সৃষ্টি করে। মুখে বা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করলে মাথা ব্যাথা, বিষ্ময়ীসহ বমি হতে পারে।



মিথাইল ইথাইল কিটোন

বাংলাদেশ কর্তৃক বিগত ৫ বছরে আমদানীকৃত মিথাইল ইথাইল কিটোন এর হিসাব নিম্নরূপ:

বার্ষিক কোটা (মে:টন)	আমদানীর পরিমান (মে:টন)				
২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
৫৭৫৪.৪৬৫	৪৪২.৫৬১	১০৬৪.৯১৬	১৪৩৫.৪৬২	১১৬৪.৭৩৪	১৮২২.২৯৮

ফিনাইলসিটিক এসিড

- রাসায়নিক সংকেত: C₈H₈O₂
- ভৌত অবস্থা: বেতলা কটুগন্ধযুক্ত সাদা পাউডার।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯১৬.৩৪
- বৈধ ব্যবহার: সুগন্ধী, ফিনাইল এসিটিক এসিড এষ্টার, উদ্ভিদ নাশক, পেনিসিলিন, ক্লিনিং সলিউশনসহ ফার্মাসিউটিক্যাল সামগ্রী উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: ATS নামক মাদক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- উৎপাদনকারী দেশ: ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, ভারত, জাপান, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি কেজিতে ২.৫ কেজি ATS নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: খাওয়ার ফলে মধ্যম মাত্রার বিষক্রিয়া অনুভূত হয়। ইহা ব্রণের বিকৃতি ঘটিয়ে থাকে।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



ফিনাইলসিটিক এসিড

পিপারিডিন

- রাসায়নিক সংকেত: $C_5H_{11}N$
- ভৌত অবস্থা: তীব্র কটু গন্ধযুক্ত, বর্ণহীন/হলদে তরল পদার্থ।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯৩৩.৩২
- বৈধ ব্যবহার: অবশ্য এবং ব্যাথা নিরোধক সামগ্রী উৎপাদনে, রাবার, প্লাস্টিক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: Phencyclidine বা PCP এবং Tenocyclidine বা TCP নামক মাদক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
- উৎপাদনকারী দেশ: ফ্রান্স, জার্মানি, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি লিটারে সমপরিমানের PCP নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি : ত্বকে লাগলে বা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া অনুভূত হয়।
- আমদানী: এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আমদানী হয়নি।



পিপারিডিন

সালফিউরিক এসিড

- রাসায়নিক সংকেত: H_2SO_4
- ভৌত অবস্থা: গন্ধহীন, পরিষ্কার, বর্ণহীন তৈলাক্ত তরল পদার্থ, যা পানিতে যোগ করলে অনেক তাপ উৎপন্ন হয়।
- হারমোনাইজড কোড: ২৮০৭.০০
- বৈধ ব্যবহার: এসিডিক অক্সিডাইজার, পানিরোধক এবং পরিষ্কারক, কেটালিস্ট ইন অর্গানিক সিনথেসিস, মরিচা রোধক, ড্রেন এবং ধাতু পরিষ্কারক। তাছাড়া সার, বিস্ফোরক, ডাই উৎপাদন, কাগজ ও আঠা, ব্যাটারীর তরল, সালফেড, ক্ষার নিষ্ক্রিয়কারক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: কোকা পাতা থেকে কোকেন, কোকা পেস্ট থেকে কোকেন বেইজ, এ্যামফিটামিন, মেসকেলাইন, মরফিনের সালফেট সল্ট নামক মাদক উৎপাদনে।
- উৎপাদনকারী দেশ: যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, জাপান, জার্মানি, ভারত, চেক-রিপাবলিক, তাইওয়ান।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি লিটারে ৫০০ গ্রাম কোকেন নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: তীব্র ক্ষয়কারক। পানি বা বাষ্পের সাথে বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়।



সালফিউরিক এসিড

টলুইন

- রাসায়নিক সংকেত: C_7H_8
- ভৌত অবস্থা: বর্ণহীন, উদ্বায়ী, দাহ্য, বেনজিনের মত গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ।
- হারমোনাইজড কোড: ২৯০২.৩০
- বৈধ ব্যবহার: ইন্ডাস্ট্রিয়াল সলভেন্ট হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া বিস্ফোরক, ডাই, খিনার, আবরণ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- অবৈধ ব্যবহার: ফেন্টানিল, এটিএস, পিসিপি, মেথাকোয়ালন, মেথাডন, কোকেন, Psilocine নামক মাদক উৎপাদনে দ্রাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- উৎপাদনকারী দেশ: জার্মানি, ভারত, নেদারল্যান্ড, জাপান, স্পেন, তাইওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র।
- মাদক উৎপাদন: প্রতি লিটারে ৫০ গ্রাম কোকেন নামক মাদক উৎপন্ন হয়।
- ঝুঁকি: মুখে বা শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে দেহে প্রবেশ করলে মধ্যম মাত্রার বিষক্রিয়া অনুভূত হয়। অতিরিক্ত পরিমাণে শ্বাস প্রশ্বাসের সাথে গ্রহণে করলে মাথা ব্যাথা, বমি বমি ভাব হতে পারে। চোখ ও ত্বকের সংস্পর্শে তীব্র যন্ত্রণা হয়।



টলুইন

বাংলাদেশ কর্তৃক বিগত ৫ বছরে আমদানীকৃত টলুইন এর হিসাব নিম্নরূপঃ

বার্ষিক কোটা (মে:টন)	আমদানীর পরিমাণ (মে:টন)				
২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২
৫৭৫৪.৪৬৫	৩৮৯৮.২৯৮৪	৪৮১৮.৪৬	৪৩৫৫.৭৫৮	৫০০৪.৫০৫	৬৬২০.২৪

প্রিকারসর কেমিক্যাল সংরক্ষণের শ্রেণীবিভাগ

স্টোরেজ করার পূর্বে প্রিকারসর কেমিক্যাল কে রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণী বিভাগ করতে হবে। অন্যথায় মারাত্মক ঝুঁকি বা বিপদ হতে পারে। প্রিকারসর কেমিক্যাল এর শ্রেণী বিভাগের ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবেঃ

- বিষাক্ত বা অবিষাক্ত।
- কঠিন, তরল, বা গ্যাসীয়।
- অগ্নিদাহ্য বা অগ্নিদাহ্য নয়।
- ক্ষয়কারক বা ক্ষয়কারকহীন।
- বিস্ফোরক বা অবিস্ফোরক।
- উত্তেজক বা অনুত্তেজক পদার্থ।

প্রিকারসর কেমিক্যালস সংরক্ষণে অনুসরণীয় পদ্ধতি:

- আইন, বিধি-বিধান ও নিয়ম কানুন অনুসরণ করতে হবে। রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে শ্রেণী বিভাগ করা উচিত।
- লেবেলের মধ্যে সনাক্ত সংখ্যা, চিহ্ন এবং বর্ণনা থাকতে হবে।
- যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করতে হবে।
- উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক পর্যায়ক্রমিক পরিদর্শন ও মজুদ যাচাই করতে হবে।
- বাস্ক, ড্রাম, বোতল বা কনটেইনার যথাযথভাবে সীল ও লেবেল যুক্ত করতে হবে।
- ক্ষয়কারক, উত্তেজক ও ইভাপোরেট কেমিক্যালগুলো অল্প সময়ের জন্য প্লাস্টিক কনটেইনারে সংরক্ষণ যথোপযুক্ত। তবে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য প্লাস্টিক Chemically Resistant নয়।
- বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া এবং একা কখনো প্রিকারসর কেমিক্যাল হ্যান্ডেল করা উচিত নয়।
- প্রিকারসর কেমিক্যাল গ্রুপ করে সংরক্ষণ করা উচিত যেমন এসিড, ক্ষার, উদ্বায়ী, অক্সিডাইজার ইত্যাদি।
- কখনোই অজানা রাসায়নিক দ্রব্যের মিশ্রণ করা উচিত নয়।
- কনটেইনার খোলার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রিকারসর কেমিক্যালের নিরাপদ হ্যান্ডেলিং

প্রিকারসর কেমিক্যাল লেবেলে মৌলিক তথ্য: প্রতিটি প্রিকারসর কেমিক্যালের গায়ে লাগানোর লেবেলে ঐ কেমিক্যাল সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যাদি বর্ণিত থাকে। তাই হ্যান্ডেলিং করার পূর্বে তথ্যাদি ভালভাবে পড়া উচিত।



কেমিক্যালের বিপদজনক গুণাগুণ

- সকল কেমিক্যাল বিষাক্ত হতে পারে।
- মানবদেহে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করলে যে কোন কেমিক্যাল বিষাক্ত হতে পারে।
- কিছু কেমিক্যাল সামান্য মাত্রায় বিষাক্ত হলেও মানবদেহে অধিক পরিমাণে প্রবেশ করলে মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে।
- কিছু কেমিক্যাল তীব্র বিষাক্ত যা দেহে সামান্য পরিমাণে প্রবেশ করলেও মারাত্মক ক্ষতি হয়।
- মানবদেহে কেমিক্যাল শ্বাসপ্রশ্বাস এবং চামড়ার সংস্পর্শে প্রবেশ করতে পারে। দূর্ঘটনা বশতঃ অনেক সময় কেমিক্যাল ধূমপান, খাওয়া, পান করার মাধ্যমে এবং চোখের সংস্পর্শে প্রবেশ করতে পারে।

- Oxidizer/flammable Chemical যা অগ্নিদাহ্য পদার্থ থেকে দূরে রাখতে হবে। ইহা প্রজ্জ্বলনের সময় আগুনকে বৃদ্ধি করে থাকে।
- Toxic Chemical যা দেহের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে, অন্যথায় মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি হতে পারে।
- Corrosive Chemical যা দেহের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে। ইহার বাষ্প শ্বাসের সাথে নেয়া যাবে না। ইহা চামড়া বা ধাতু (Metal) থেকে দূরে রাখতে হবে।
- Explosive Chemical যা আঘাত, প্রহার, সংঘর্ষ, স্কুলিঙ্গ, আগুন ও তাপ থেকে দূরে রাখতে হবে।
- Harmful Chemical যা দেহের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখতে হবে, অন্যথায় স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হতে পারে।
- Highly Flammable Chemical যা অগ্নিশিখা, স্কুলিঙ্গ ও তাপ থেকে দূরে রাখতে হবে।

প্রিকারসর কেমিক্যালস এর সেইফ রুলস

- সকল প্রিকারসর কেমিক্যালকে corrosive, poison, explosive & Flammable হিসাবে Treat করতে হবে।
- প্রিকারসর হ্যাণ্ডেলিং করার সময় Smoke, eat বা Drink করা যাবে না।
- প্রিকারসর হ্যাণ্ডেলিং করার পর ভালভাবে হাত না ধুয়ে খাওয়া, পান করা বা ধূমপান করা যাবে না।
- প্রিকারসর শোঁকা (Sniff) যাবে না।
- প্রিকারসর এর স্বাদ (Taste) নেয়া যাবে না।
- প্রিকারসর কেমিক্যালকে তাপ lighted match, Lighters, burning stove থেকে দূরে রাখতে হবে।
- উন্মুক্ত অথবা পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে এমন স্থানে প্রিকারসর কেমিক্যাল হ্যান্ডেল করা উচিত।
- প্রিকারসর কেমিক্যাল যত্নসহকারে পরিবহন করতে হবে অন্যথায় ঝরতে (spillage) পারে।
- প্রিকারসর কেমিক্যাল ঝরে (spillage) পরিহিত কাপড়ে লাগলে দ্রুত কাপড় খুলে পর্যাপ্ত পানিদ্বারা ওয়াশ করতে হবে।
- প্রিকারসর কেমিক্যাল একটি পৃথক ঠান্ডা, শুষ্ক ও পর্যাপ্ত বায়ু চলাচল করতে পারে এমন কক্ষে মজুদ করতে হবে।

প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা

- উত্তপ্ত তরল পদার্থের হেঁকা (Scalds) লাগলে বা পুড়ে (Burns) গেলে, আক্রান্ত স্থানের ব্যাথা না কমা পর্যন্ত ঠান্ডা পানি ঢালতে হবে।
- দূর্ঘটনা বশত: প্রিকারসর কেমিক্যাল খেয়ে ফেললে জোর পূর্বক বমি করানো যাবে না। দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- প্রিকারসর কেমিক্যাল চোখে বা ত্বকে লাগলে উক্ত স্থানের কাপড় খুলে পর্যাপ্ত পানি দ্বারা কমপক্ষে ১০ মিনিট ওয়াশ করতে হবে। দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।
- প্রিকারসর কেমিক্যাল এর নির্গত ধোয়া (Fumes) বা বাষ্প (Vapor) দ্বারা আক্রান্ত হলে দ্রুত বিশুদ্ধ বাতাসে নিতে হবে। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রিকারসর কেমিক্যালের নিষ্পত্তি (Disposal)

- এসিড জাতীয় কেমিক্যাল ১ঃ১০ অনুপাতে অধিক পরিমাণের ওপর পানি এ মিশ্রিত করে সোডিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড/অক্সাইড ইত্যাদি যোগে নিউট্রালাইজেশনের মাধ্যমে pH ৫.৫ থেকে ৯ এর মধ্যে এনে ড্রেন আউট করা। অন্যথায় মাটিতে গভীর গর্তে পুতে রাখতে হবে।
- ক্ষার জাতীয় কেমিক্যাল একটি বড় পানির পাত্রে ১ঃ১০ অনুপাতে যোগ করে ইহাতে আস্তে আস্তে হাইড্রোক্সোরিক এসিড যোগ করতে হবে। নিউট্রালাইজেশনের মাধ্যমে যখন pH ৫.৫ থেকে ৯ এর মধ্যে আসবে তখন ড্রেন আউট করা। অন্যথায় মাটিতে গভীর গর্তে পুতে রাখতে হবে। উল্লেখ্য সর্বদা এসিড/ক্ষার পানিতে যোগ করতে হবে। কখনোই এসিড/ক্ষার এ পানি যোগ করা যাবে না।
- Containers Disposal এর ক্ষেত্রে প্রথম পানি দিয়া কন্টেইনারগুলোকে আলতোভাবে ধুতে হবে। তারপর রোড রোলার ব্যবহার করে কন্টেইনার গুলোকে পিষে সংকোচন করে মাটির গর্তে পুতে রাখতে হবে। প্রিকারসর কেমিক্যালের ডিসপোজাল নিরাপদ ও পরিবেশের জন্য Non-Injurious হতে হবে।
- Disposed Chemical যাতে অবৈধ চ্যানেলে ড্রাগ ম্যানুফ্যাকচারারের কাছে চলে না যায় এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- জন্ম ও বাজেয়াপ্তকৃত কেমিক্যাল দ্রুততম সময়ের মধ্যে Disposal করা উচিত।
- বিনষ্টকৃত প্রিকারসর কেমিক্যালের যথাযথ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- অধিক পরিমাণ প্রিকারসর কেমিক্যাল ডিসপোজালের ক্ষেত্রে কেমিক্যাল এক্সপার্ট ও পরিবেশ বিজ্ঞানীর পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- জন্ম ও বাজেয়াপ্তকৃত প্রিকারসর কেমিক্যালের Legitimate use সম্ভব হলে তা করা উচিত।



মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস ২৬ জুন ২০২২ উপলক্ষে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় পর্যায়ে রচনা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ শেষে ফটোসেশনে অংশ নেন প্রধান অতিথি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এম.পি, বিশেষ অতিথি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি জনাব এ্যাড. মোঃ শামসুল হক টুকু, এম.পি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ মোকাম্মিল হোসেন ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা।



২০২১-২২ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ১ম স্থান অর্জন করায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি মহোদয়ের নিকট থেকে সম্মাননা ফ্রেস্ট গ্রহণ করছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা।



২৬ জুন ২০২৩ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তরসমূহের মধ্যে এপিএ স্বাক্ষর, সম্মাননা প্রদান এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জননিরাপত্তা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব মহোদয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।



২১ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত ইখানল ও মিখানলের অপব্যবহার রোধে করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞাসহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।



১৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান ২০২১-২০২২ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, জনাব ইসরাত চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব, মাদক অনুবিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।



১৮ জানুয়ারি ২০২৩ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ উপদেষ্টা কমিটির ৩য় সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান এমপি। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা সহ কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।



২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর মান উন্নয়নের জন্য সরকারি আর্থিক অনুদানের চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞাসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।



২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এম.পি. Annual Drug Report of Bangladesh-২০২২ এর মোড়ক উন্মোচন করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সুরক্ষা সেবা বিভাগের সম্মানিত সচিব জনাব মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞাসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।



১৬/০৮/২০২২ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর সহযোগিতায় ময়মনসিংহ বিভাগীয় প্রশাসনের আয়োজনে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার রোধকল্পে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (Comprehensive Action Plan) প্রণয়নে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব কে এম খালিদ, এমপি, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব মোঃ শফিকুর রেজা বিশ্বাস, বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ বিভাগ, ময়মনসিংহ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। এছাড়াও উক্ত কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ বিভাগের আমন্ত্রিত কর্মকর্তাগণ এবং ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, জামালপুর ও শেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।



১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সেন্ট্রাল কমিটি ফর ড্রাগ এ্যাবিউস কন্ট্রোল (সিসিডিএসি), মিয়ানমার এর মধ্যে ৫ম ডিজিটাল লেভেল দ্বি-পাক্ষিক সভা অনলাইন জুম পাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। মায়ানমারের সেন্ট্রাল কমিটি ফর ড্রাগ এ্যাবিউস কন্ট্রোল (সিসিডিএসি) কর্তৃক উক্ত সভার খসড়া মিনিটস প্রেরণ করা হয়েছে। মিনিটস পর্যালোচনা করে সম্মতি জ্ঞাপন সাপেক্ষে যথাযথ মাধ্যমে সম্বল প্রেরণ করা হবে। মিটিং মিনিটস স্বাক্ষরিত হলে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।



বিগত ০৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখ UNODC কর্তৃক ড্রাগস কিট হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন জাপানের রাষ্ট্রদূত ইটো নাওকি, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা এবং UNODC এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।



০৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ৫৬ তম ইকো ট্রেনিং এর সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত আছেন কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের চীফ কনসালটেন্ট ডা: শোয়েবুর রেজা চৌধুরী, পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।



০৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে খুলনা বিভাগে DNC Awareness & Motivational Activity Monitoring System (DAM-AMS) সফটওয়্যার এর উপর প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, জনাব মোহাম্মদ আবদুল হাই, পিএএ পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা), জনাব তানভীর মমতাজ পরিচালক (অপারেশনস), জনাব মোঃ মানজুরুল ইসলাম, উপপরিচালক (নিরোধ শিক্ষা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ খুলনা বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।



মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বিসিএস প্রশাসন একাডেমীর মধ্যে ২০ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ MoU স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা এবং বাংলাদেশ বিসিএস প্রশাসন একাডেমীর রেক্টর জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।



১৭ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐর ১০৩ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব মোঃ আবদুল ওয়াহাব ভূঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম, পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা) জনাব তানভীর মমতাজসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।



১৭ মে ২০২৩ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব সোলেমান খান এর সভাপতিত্বে “মাদকবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক আন্দোলন” সংক্রান্ত কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।